সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা
Social Problem of Contemporary Bangladesh

ইউনিট ১০

বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। মুক্তবাজার অর্থনীতি, যোগাযোগে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে ব্যাপক প্রসার, প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষার প্রসার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিকাশ ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ এখন বিশ্ব ব্যবস্থার অন্যতম অংশীদার। বাংলাদেশ একইসাথে অনেক সমস্যা এবং সম্ভাবনার দেশ। তবে অর্থনীত ও প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল বেকার সমস্যা, জনসংখ্যা সমস্যা, যৌতুক, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, মাদকাসক্তি ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক সমস্যায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রে সমস্যার ধরন পাল্টেছে এবং নতুন নতুন সাামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা, যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ এবং কর্মজীবী নারীর সমস্যা, জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ, বার্ধক্য সমস্যা, জঙ্গীবাদ বিশেষভাবে আলোচিত। নারীরা কর্মক্ষেত্রে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জড়িত। ফলে কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তাজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে। একই ভাবে নারীর অবাধ চলাফেরার ক্ষেত্রে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এমনকি পারিবারিক পরিবেশেও নারীর প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ প্রক্রিয়ার ধরনে পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে সাইবার অপরাধ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। প্রায় সবার হাতে হাতে স্মার্টফোন। দুর্বৃত্তরা অপরাধ সংঘটন করে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদেও ভূমিকা রাখছে। আবার প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপরাধী শনাক্তকরণ সহজ হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সামাজিক অপরাধের ধরন, প্রকৃতি এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থায় নতুনত্ব এবং বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১০.১: সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও এর প্রকৃতি
পাঠ- ১০.২: বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা:
যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ এবং কর্মজীবী নারীর সমস্যা
পাঠ- ১০.৩: জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ
পাঠ- ১০.৪: বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যা
পাঠ- ১০.৫: বাংলাদেশের জঙ্গীবাদ, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ

পাঠ-১০.১ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও এর প্রকৃতি
Social Problems of Contemporary Bangladesh and Its Nature

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;

	মুখ্য শব্দ	সামাজিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাসমূহ

সামাজিক সমস্যা হলো এমন এক ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি যা স্বাভাবিক সামাজিক জীবনাচরণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং নাজুক সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে মোকাবেলার ক্ষেত্রে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। সামাজিক সমস্যা সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে, স্বাভাবিক চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটায় এবং সমাজের মানুষের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশ অনেক সম্ভাবনা আর বহু সমস্যার দেশ। এদেশে প্রতিনিয়ত উদ্ভুত সামাজিক সমস্যাসমূহের ধরন ও পড়ড়কৃব্বি পরিবর্তন হচ্ছে। সামাজিক সমস্যার নেতিবাচক প্রভাব প্রতিনিয়ত দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। একটা সামাজিক সমস্যা সামাল দিতে দিতে আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে সামাজিক কারণে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা অন্যান্য সামাজিক সমস্যাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। যেমন-অধিক জনসংখ্যার সমস্যা তীব্র বেকারত্বের সৃষ্টি করে। সামাজিক সমস্যা মূলত সমাজেরই সৃষ্টি এবং সমাজের মাঝেই এর সমাধান নিহিত। এক সময় বাংলাদেশের যেসব সামাজিক সমস্যা ছিলো এখন সেগুলোর প্রভাব কমে গেলেও আবার নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। পূর্বে যেসব সামাজিক সমস্যা সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে সেগুলোর মধ্যে-জনসংখ্যা সমস্যা, অধিক জনসংখ্যার প্রভাব, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে এসব সমস্যাগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার প্রকৃতি পাল্টেছে, আবার সাথে নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। যেমন-সুশাসনের অভাব আগেও ছিল এখনো আছে, তবে এর প্রকৃতি এবং পরিধি পাল্টেছে। সাম্প্রতিককালে আরও যেসব সামাজিক সমস্যা যুক্ত হয়েছে তা হলো, বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা; যেমন যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ এবং কর্মজীবী নারীর সমস্যা, জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ, বার্ধক্য সমস্যা ইত্যাদি। সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। বর্তমানে কিছু কিছু সামাজিক সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছ। তার মধ্যে সাইবার অপরাধ অন্যতম। এর প্রধান শিকার নারী। শ্লীলতাহানি কিংবা গোপন যৌন সম্পর্কের ছবি বা ভিডিও অনলাইনে প্রকাশ করার ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। সাম্প্রতিককালে বার্ধক্য সমস্যা নতুন মাত্রা পেয়েছে। যেমন- কর্মস্থলের দূরত্ব, মানুষের নগরমুখিতা, সামাজিক দায়বদ্ধতার অভাব, ব্যক্তিস্বার্থপরতার প্রভাব বৃদ্ধি, অণু পরিবারের প্রতি আগ্রহ, যৌথ বা বর্ধিত পরিবারে অনীহা ইত্যাদি কারণে বার্ধক্য সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। তবে সাম্প্রতিককালে যেসব সামাজিক সমস্যা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে তার মধ্যে দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ অন্যতম।

সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি

সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাসমূহ তার প্রকৃতি পাল্টেছে। নিম্নে সাম্প্রতিক সময়ের বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হলো:

(১) **নগর কেন্দ্রিক সামাজিক সমস্যা:** পূর্বে বাংলাদেশের বেশির ভাগ সামাজিক সমস্যার মূল উৎস ছিল গ্রামীণ সমাজ। কিন্তু সাম্প্রতিককালের সামাজিক সমস্যাসমূহ মূলত শহর বা নগর কেন্দ্রিক। যেমন- অধিক জনসংখ্যার প্রভাব গ্রামীণ জনপদের তুলানয় শহুরে জনপদে বেশি। আর এই অধিক জনসংখ্যার চাপে শহরে ট্রাফিক জ্যামের মতো আরো

ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও বেকারত্ব বাড়ছে, বস্তি এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিচ্ছে ইত্যাদি।

(২) **অপরাধকর্মে অধিকহারে শিক্ষিত এবং কমবয়সী জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা:** সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সংঘটিত অপরাধসমূহে শিক্ষিত এবং কমবয়সী জনগোষ্ঠীর ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। উদাহরণস্বরূপ ১ জুলাই ২০১৬ সালে ঢাকার গুলশানে একটি বিদেশি রেস্তোরাঁয় যে হামলা হয়েছিলো তাতে দেখা যায় যে, সেখানে অল্প বয়সী কিছু শিক্ষিত যুবক এই হামলায় অংশ নিয়েছে।

(৩) **বৈশ্বিক সমস্যার সাথে যুক্ততা:** সাম্প্রতিককালের সামাজিক সমস্যাসমূহ কখনো কখনো অনেক বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে যুক্ত হচ্ছে। যেমন-জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং উগ্র মৌলবাদ মূলত একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এসব বৈশ্বিক সমস্যার সাথে বাংলাদেশের অনেক বিপথগামী গোষ্ঠী যুক্ত হয়ে বাংলাদেশেও নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। উন্নত বিশ্বের অণু পরিবার বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বাংলাদেশের মানুষকে অনেক বেশি প্রভাবিত করার কারণে বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার মতো নতুন সামাজিক সমস্যা দিন দিন বাড়ছে।

(৪) **অসীম চাহিদার প্রভাব:** বাংলাদেশে দুর্নীতি একটি সামাজিক সমস্যা এবং একটি প্রকট সামাজিক চ্যালেঞ্জও বটে। এই সমস্যার মূল হলো মানুষের অসীম চাহিদা, অস্বাভাবিক ভোগের মানসিকতা, সম্পদশালী হওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

(৫) **সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জন সচেনতার অভাব:** কিছু কিছু বিষয়ে মানুষের মাঝে সচেতনতা কম লক্ষ্য করা যায়। যেমন- আগে বাল্য বিবাহ একটি প্রকট সামাজিক সমস্যা ছিলো। বর্তমানেও এই সমস্যা কিছুটা রয়ে গেছে এবং কিছু কিছু শিক্ষিত মানুষও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত।

(৬) **সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যার সমাধান যোগ্যতা:** আর যাই হোক, পূর্বের সামাজিক সমস্যাসমূহের মতো সাম্প্রতিককালের সামাজিক সমস্যাসমূহও জন সচেনতা সৃষ্টি ও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাধান যোগ্য।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের সামাজিক সমস্যা এবং এর প্রকৃতি সম্পর্কে জানলাম।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে লিখুন। সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে পূর্ব থেকেই অনেক সামাজিক সমস্যা ভরপুর। সাম্প্রতিককালে আরও অনেক নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা: যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ এবং কর্মজীবী নারীর সমস্যা, জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ, বার্ধক্য সমস্যা, জঙ্গীবাদ ইত্যাদি। তবে সাম্প্রতিককালের সামাজিক সমস্যাগুলোর সাথে বৈশ্বিক পরিস্থিতির একটা বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সামাজিক সমস্যা নয়?
(ক) দুর্নীতি (খ) জঙ্গিবাদ (গ) বেকারত্ব (ঘ) দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি

২। বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা বর্তমানে কোন কেন্দ্রিক?
(ক) নগর (খ) গ্রাম (গ) চরাঞ্চল (ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

৩। সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে নিচের কোনটির প্রভাব রয়েছে?
(ক) বিশ্বায়ন (খ) উন্নয়ন (গ) শিক্ষা (ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

পাঠ-১০.২ বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা:
যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ এবং কর্মজীবী নারীর সমস্যা
Social Safety Problems of Women in Bangladesh:
Sexual Harassment, Cyber Crime and Problems of Employed Women

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে যৌন নিপীড়ন জনিত সমস্যা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন; এবং
- বাংলাদেশে কর্মজীবী নারীর সমস্যা বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ, কর্মজীবী নারীর সমস্যা।

যৌন নিপীড়ন

১৯৯৫ সালে চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারীর প্রতি যেকোনো ধরনের সহিংসতাকে নারী-পুরুষের মধ্যে অন্যতম সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে নারীর প্রতি সহিংসতা বলতে সাধারণত জোরপূর্বক নারীর উপর শারীরিক, মানসিক অথবা যৌন নির্যাতনকে বুঝায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, অসম সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, নারীর প্রতি বৈষম্য, এবং সহিংসতার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। নানা অজুহাতে নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখা, অসম উত্তরাধিকার ভোগ করা, পরিবার এবং সামজে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা, পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি নারীর উপর সহিংসতার একেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। আর এসব সহিংসতা থেকেই লিঙ্গীয় সহিংসতা বা যৌন নিপীড়ন জনিত সমস্যার উদ্ভব। পারিবারিক পরিমন্ডল থেকে শুরু করে সামাজিক পরিমন্ডলে, কর্মস্থলে, গণ-পরিবহনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে নারীরা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। বর্তমান সময়ে তথ্য প্রযুক্তির নেতিবাচক ব্যবহারের কারণে নারীর প্রতি যৌন নিপীড়নের মাত্রা বেড়েই চলছে। নারীর কোন দুর্বল দিকের সুযোগ নিয়ে অথবা কোনো গোপন বিষয় ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে এক শ্রেণির বিকৃত মানসিকতার পুরুষ নারীর উপর যৌন নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বিশেষ করে ফেইসবুকে বিভিন্ন ভাবে নারীকে যৌন নিপীড়নের ঘটনা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে এ ধরনের ঘটনাসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ঘটছে এবং এর ব্যাপকতা ততটা ভয়াবহ নয়। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে গ্রাম থেকে শহর এ নারীর প্রতি যৌন নিপীড়নের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু নারী এখন আর আগের মতো ঘরের কোণে বসে নেই, ঘরের বাইরে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। তবে এখানে নারীরা নিরাপদ না, সহকর্মী বা কর্মস্থলের কর্তাব্যক্তির দ্বারাও কখনো কখনো নারীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এছাড়াও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গৃহ শিক্ষকের হাতেও নারীর প্রতি যৌন নিপীড়নের মতো ঘটনা বিক্ষিপ্তভাবে ঘটছে। দেশে পর্যাপ্ত আইন থাকলেও প্রভাবশালীদের ক্ষমতা, রাজনৈতিক প্রভাব, আইন প্রয়োগে জটিলতা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, পুরুষের ব্যক্তিগত বিকৃত স্বার্থ ইত্যাদি কারণে নারীর প্রতি যৌন নিপীড়নের মাত্রা বেড়েই চলছে।

সাইবার অপরাধ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক প্রসারে সাইবার অপরাধ দিনে দিনে অতিমাত্রায় পৌঁছেছে। মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ভাল কাজের চেয়ে খারাপ কাজে বেশি ব্যবহার করছে। এখন ইচ্ছা করলেই স্মার্টফোনে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে কোনো মানুষ পর্ণোছবি দেখতে পারে, যার প্রভাব তার মানসিকতার উপর পড়ে। এসব ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে সে নানা রকম অপরাধমূলক কাজে হচ্ছে হয়। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত ও মানসিকতাসম্পন্ন সমাজে নারীকে মিডিয়াতে একটি পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। অশ্লীল বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে নানা ধরনের যৌন আবেদনময়ী বিজ্ঞাপন মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় নারীকে ফাঁদে ফেলে অথবা কোনো আপত্তিকর ভিডিও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে নারীকে যৌন নিপীড়নে ঠেলে দেওয়া হয়। সামাজিক যোগাযোগ

মাধ্যমসমূহে কোনো নারীর ছবি দেখা মাত্রই বিভিন্ন মন্তব্যে ভরে যায়। এসব মন্তব্যের মধ্যে আপত্তিকর বা অশ্লীল মন্তব্যের সংখ্যা কম নয়। অনেক সময় এক ধরনের তরুণ তার বান্ধবী বা প্রেমিকার সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলে তা ক্যামেরা বন্দি করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

কর্মজীবী নারীর সমস্যা

কর্মজীবী নারীর সমস্যা বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে পুরুষের পাশাপশি নারীদেরকেও সরকারি চাকরিতে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করা হলেও নানা কারণে তা বাধার মুখে পড়ে এবং নারীরা পিছিয়ে পরেছে। বাংলাদেশের সংবিধান পুরুষের পাশাপাশি নারীকে বিভিন্ন সরকারি চাকরি এবং কর্মে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিধান থাকলেও কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে অনেক সময় ঘরের বাইরে চাকরি করতে অনীহা প্রকাশ করে। আধুনিককালে নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদির ফলে নারীরা ঘরের বাইরে অর্থ উপার্জনকারী হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু এসব কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য রয়েছে অন্য ধরনের ভোগান্তি। নারীরা তাদের সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব, কর্মস্থলের কর্তাব্যক্তি বা অন্য কোনো পুরুষ দ্বারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এসব নির্যাতন মানসিক এবং লিঙ্গীয়। কখনও অশ্লীল কথা বার্তার মাধ্যমে অথবা শারীরিক স্পর্শের মাধ্যমে, আবার মানসিক চাপ বৃদ্ধিকারক মন্তব্য করে নারীকে নির্যাতন করা হয়। বিবাহিত কর্মজীবী নারীদেরকে কখনও কখনও স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্যদের গঞ্জনা শুনতে হয় শুধু চাকরি করার জন্য। নানাবিদ মানসিক চাপের মধ্যে তারা তাদের চাকরি বা কাজ চালিয়ে যায়। এছাড়াও রাস্তা ঘাটে, ট্রেনে, বাসে বা অন্য কোনো জায়গায় নারীরা নানা ধরনের সমস্যা মোকাবলো করে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশে নারীদের প্রতি যে ধরনের সহিংসতা হয় সে সম্পর্কে জানলাম। নারীর প্রতি সহিংসতা বিশ্বব্যাপি মোটামুটি একই ধরনের। তারপরেও আমাদের দেশের মেয়রা শত বাধা অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের নারীর প্রতি যৌন নিপীড়নের ধরনগুলো চিহ্নিত করুন **সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি, অসম সামাজিক অবস্থান এবং সুযোগ সুবিধার কারণে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। নানা অজুহাতে নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখা, অসম উত্তরাধিকার ভোগ করা, পরিবার এবং সামজে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সহিংসতার গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। আধুনিককালে নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদির ফলে নারীরা ঘরের বাইরে অর্থ উপার্জনকারী হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু এসব কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য রয়েছে অন্য ধরনের ভোগান্তি। কর্মজীবী নারীরা অনেক সময় তাদের সহকর্মী বা কর্তাব্যক্তি দ্বারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বেইজিং সম্মেলন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?
(ক) ১৯৮০ সালে (খ) ১৯৮৫সালে (গ) ১৯৯৫ সালে (ঘ) ২০০৫ সালে

২। বেইজিং সম্মেলন কততম নারী সম্মেলন"
(ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয় (গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ

৩। সাইবার অপরাধের মূল উপাদান কোনটি?
(ক) ইন্টারনেট (খ) ছুরি (গ) বই (ঘ) কলম

৪। কখন থেকে বাংলাদেশের নারীদেরকে চাকরিতে প্রবেশের জন্য উৎসাহিত করে আসছে?
(ক) স্বাধীনতার আগে থেকে (খ) স্বাধীনতার পর থেকে (গ) ব্রিটিশ আমল থেকে (ঘ) পাকিস্তান আমল থেকে

পাঠ-১০.৩ জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ
Gender Discrimination, Dowry and Early Marriage

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে যৌতুকের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করতে পারবেন; এবং
- বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক, বাল্যবিবাহ।

জেন্ডার বৈষম্য

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এদেশের নারীরা পাশ্চাত্যের নারীদের চেয়ে কম সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। তবে একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের নারীরা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রগতি সাধন করেছে। আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকা পালনের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। এই মতামতের কারণেই সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা পালনে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আর সেটি শুরু হয় পরিবারেই শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশুকে ছেলে আর মেয়ে শিশুতে রূপান্তর করে এবং তার কাজে ভিন্নতা সৃষ্টি করে যা সমাজ ছেলেকে ছেলের মত এবং এর সাথে মেয়েকে মেয়ের মত আচরণ শিখতে অনুপ্রাণিত করে থাকে। এসব কিছুই ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা বিকাশে সারা জীবনে প্রভাব সৃষ্টি করে। মূলত সমাজের প্রত্যাশা অনুসারে মানুষ তাদের শিশুকাল থেকে নিজেদেরকে তৈরি করে নেয় যা পরবর্তী জীবনে জেন্ডার ভূমিকা পালনে সহায়তা করে যা জেন্ডার বৈষম্যের সৃষ্টি করে। এ ধরনের ব্যবস্থা বহুদিন সমাজে বিদ্যমান থাকার কারণে এক সময় সামাজিক অনুষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তিরত হয়।

আমাদের সমাজে জেন্ডার বৈষম্যের অন্যতম কারণ হলো ছেলে শিশুর উপর গুরুত্ব বেশি দেয়া। বংশগতি রক্ষা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার রক্ষা এবং সম্পত্তি রক্ষা ইত্যাদি কারণে ছেলে সন্তানকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই শিশু জন্মের পূর্বেই অনেক সময় সনোগ্রাফির মাধ্যমে লিঙ্গ চিহ্নিত করে মেয়ে শিশুর ভ্রূণ নষ্ট করে দেওয়া হয়। আধুনিক শিক্ষার প্রসারে এধরনের প্রবণতা বাংলাদেশে হ্রাস পেলেও একেবারে কমে যায়নি।

সমাজে নারী-পুরুষ সমান মৌলিক সুবিধা ভোগ করতে পারে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা বঞ্চনার শিকার হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের নির্দিষ্ট সময়ের পর বাংলাদেশের অনেক মেয়ে পড়ালেখা থেকে ঝড়ে পড়ে। অনেক সময় মেয়েদেরকে পড়ালেখা করানো ভাল চোখে দেখা হয় না। পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও মেয়েদেরকে বঞ্চনার শিকার হতে হয়। অনেক গ্রামীণ পরিবারে মেয়েদেরকে পুরুষের পরে খাবার গ্রহণ করতে হয়ে। পরিবারে ছেলে শিশু থাকলে তার খাবারের দিকে যতটা খেয়াল রাখা হয় মেয়েদের বেলায় তেমনটা রাখা হয় না। এখনও মেয়েদেরকে মনে করা হয় যে তারা শক্ত বা ভারী কাজ করতে পারবে না। তাই তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ থেকে বিরত রাখা হয়। যেমন- পুলিশ বা সেনাবাহিনীর মতো কোনো জায়গায় চাকরি করলে পরিবার বা সমাজে অনেকের আপত্তি থাকে। সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে মেয়েরা বৈষম্যের শিকার হয়। স্বামী বা পিতা কারো সম্পত্তিতেই মেয়েরা তাদের ন্যায্য অংশীদারিত্ব পায় না।

যৌতুক সমস্যা

যৌতুকের ধারণা বাংলাদেশে নতুন নয়। এটি বাংলাদেশে অনেক দিন ধরে চলে আসছে। বাংলাদেশের অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে যৌতুক অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে আরোপিত অযাচিত ব্যবস্থা যা যৌতুক প্রদানকারী মেয়েও পরিবারকে নাজুক অবস্থায় ফেলে। বাংলাদেশের হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সমাজে যৌতুক এখন সামাজিক প্রথায় পরিণত

হয়েছে। পূর্বে যৌতুক ভয়াবহ রূপ ধারণ করলেও যৌতুক নিরোধ আইন প্রনয়ণ ও প্রয়োগের কারণে এখন আগের মতো এতো বেশি নাজুক পরিস্থিতি নেই।

বাংলাদেশে যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি যা মানুষের স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাপনে বাধার সৃষ্টি করে। যৌতুক শুধু সমস্যা নয়, বরং নানাবিধ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন- যৌতুকের কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন, পারিবারিক কলহের মতো সামাজিক সমস্যা প্রতিনিয়তই বেড়ে চলছে। গস্থামীণ বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ নারীই যৌতুক সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা প্রচলিত। এ কারণগুলো হলো:

(ক) দারিদ্র্য
(খ) অশিক্ষা
(গ) সম্পদের লোভ-লালসা
(ঘ) বহু দিনের রেওয়াজ
(ঙ) নারীর অধিকার খর্ব করা
(চ) কন্যাসন্তান জন্মদান
(ছ) নারীর প্রতি অসম আচরণ
(জ) সামাজিক অসমতা ইত্যাদি

আইন ও সালিস কেন্দ্রের (আসক) ২০১৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী যৌতুকের কারণে ১২৬ জন নারী হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে, ১০৬ জন নারী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, ৪ জন নারী নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা করেছে। তবে সমগ্র বাংলাদেশের বহু নন রিপোর্টিং কেইস এই পরিসংখ্যানে নেই। যৌতুকের ফলাফল নিম্নরূপ:

(ক) পারিবারিক কলহ বৃদ্ধি
(খ) সন্তানের সামাজিকীকরণ সমস্যা
(গ) মৃত্যু
(ঘ) আত্মহত্যা
(ঙ) স্বাভাবিক সামজিক সম্পর্ক ব্যাহত
(চ) জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি
(ছ) শারীরিক নির্যাতন বৃদ্ধি ইত্যাদি

১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন পাস করা হয়। ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন বলবৎ করা হয়। ২০০৩ সালে এই আইনটি সংশোধন করা হয়।

বাল্যবিবাহ

বাল্য বিবাহ বাংলাদেশে একটি বড় সমস্যা। ১৯২৯ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজে বাল্য বিবাহ রোধ করা হয়। ১৯৮০ সালের আইনে বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলের বয়সকে ২১ বছরের নীচে এবং মেয়ের বয়সকে ১৮ বছরের নীচে ধরা হয়েছে। তবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে বাল্যবিবাহ হয়ে থাকে। নিম্নে এই কারণগুলো তুলে ধরা হলো:

(ক) **দারিদ্র্য:** বাংলাদেশে বিবাহ যোগ্য মেয়েকে অর্থনৈতিক বোঝা মনে করা হয়। তাই বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই তাদেরকে বিয়ের পিড়িতে বসিয়ে দেওয়া হয়।

(খ) **অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা:** পিতার অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলাতর কারণে বাংলাদেশের মেয়েদেরকে বাল্যকালেই বিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

(গ) **শিক্ষার অভাব:** বাংলাদেশে দারিদ্র্য পীড়িত ঘরের মেয়েরা আর্থিক অনটনের কারণে তাদের পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে না। তাই বাল্যকালেই অধিকাংশ মেয়েকেই বিয়ে দিয়ে দিতে হয়।

(ঘ) **সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও চাপ:** ঘরের বিবাহ যোগ্য মেয়ে থাকলে আমাদের দেশে অনবরত চাপ আসে মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য। তাছাড়া নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠী তাদের উঠতি বয়সের মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা দিতে পারে না।

(ঙ) **যৌন নিপীড়নের ভয়:** যৌন নিপীড়নের ভয়ে অনেক সময় পিতা-মাতা তাদের মেয়ে সন্তানকে বিয়ে দিয়ে থাকে।

বাল্যবিবাহের ফলাফল

(ক) যৌতুক প্রথাকে টিকিয়ে রাখা
(খ) মাতৃমৃত্যু হার বৃদ্ধি
(গ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি
(ঘ) শিশু মৃত্যু হার বৃদ্ধি
(ঙ) শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে মেয়ে শিশুর ঝড়ে পরার হার বৃদ্ধি
(চ) মা এবং শিশুর স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি
(ছ) শিশুশ্রম বৃদ্ধি
(জ) শিশু পাচার ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার মধ্যে জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক এবং বাল্যবিবাহ অন্যতম।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের জেন্ডার বৈষম্যের কারণগুলো জিহ্বিত করুন। **সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

বাঙালি সমাজে নারী-পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকা পালনে সামাজিকীকরণের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই মতামতের কারণেই সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা পালনে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আর সেটি শুরু হয় পরিবারেই শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সমাজে নারী-পুরুষ সমান মৌলিক সুবিধা ভোগ করতে পারে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা বঞ্চনার শিকার হয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর বাংলাদেশের মেয়েদের পড়ালেখা থেকে ঝড়ে পড়ার হার অনেক বেশি। বাংলাদেশে যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি যা মানুষের স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাপনে বাধার সৃষ্টি করে। যৌতুক শুধু একটি সমস্যা নয়, বরং আরও অনেক সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। বাল্য বিবাহ বাংলাদেশে একটি বড় সমস্যা। ১৯৮০ সালের আইনে বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলের বয়সকে ২১ বছরের নীচে এবং মেয়ের বয়সকে ১৮ বছরের নীচে ধরা হয়েছে। তবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে বাল্যবিবাহের প্রবণতা পূর্বের তুলনায় কমলেও অব্যাহত রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাল্যবিবাহ রোধ আইন অনুযায়ী বিয়ের ন্যূনতম বয়স?
(ক) ছেলে ২১ মেয়ে ১৭ (খ) ছেলে ২০ মেয়ে ১৮
(গ) ছেলে ২১ মেয়ে ১৮ (ঘ) ছেলে ২৪ মেয়ে ১৮

২। আসক এর ২০১৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী কতজন নারী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন?
(ক) ১২৬ জন (খ) ২২৬ জন
(গ) ১২৮ জন (ঘ) ১২৫ জন

পাঠ-১০.৪ বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যা

Ageing Problem in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যার কারণ ও এর প্রতিকারের উপায় আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বার্ধক্য সমস্যা, প্রতিকার।

বার্ধক্য সমস্যা সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশে একটি প্রকট সামাজিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এদেশের নানা রকম সামাজিক সমস্যার মত বার্ধক্য সমস্যাতে অনেক রকম সামাজিক উপাদান জড়িত। বার্ধক্য সমস্যা স্বাভাবিক জৈবিক ঘটনা যা প্রত্যেকটি মানুষের জন্য অপরিহার্য যার ফলে ক্রমান্বয়ে মানুষের শারীরিক সক্ষমতা হ্রাস পায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসে।

বার্ধক্য সমস্যা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশ (৬%) প্রবীণ, তবু তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাটি বেশ উল্লেখযোগ্য (৭২ লক্ষ) এবং প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশ উঁচু। ১৯১১, ১৯৫১, ১৯৮১ এবং ১৯৯১ সালে দেশে প্রবীণদের সংখ্যা ছিল (৬০ বছর এবং তদূর্ধ্ব) যথাক্রমে ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার, ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার, ৬০ লক্ষ ৫ হাজার এবং ৪০ লক্ষ ৯০ হাজার। ২০০০, ২০১৫ এবং ২০২৫ সালে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৭২ লক্ষ ৫০ হাজার, ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫০ হাজার এবং ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ২০ হাজারে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। জনসংখ্যার এই বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনের কারণে দেশের সমাজব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ওপর মারাত্মক পরিণতি সৃষ্টি করেছে।

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যা প্রকট আাকার ধারণ করেছে। যেমন-

(১) **প্রকট দারিদ্র্যঃ** বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যার একটা বড় কারণ প্রকট দারিদ্র্য। এদেশের অনেক মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। দরিদ্রতার কারণে মানুষ মা-বাবা বা পরিবারের বয়স্কদের ভরণপোষণ করতে সক্ষম নয়। প্রকট দারিদ্র্যের কারণে বার্ধক্য সমস্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(২) **সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের ক্রম ক্ষয়িষ্ণুতাঃ** বাংলাদেশের সমাজে সামাজিক এবং ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের অনুভূতি আগের মতো নেই। মানুষ এখন সামাজিক বিষয়াবলির চেয়ে ব্যক্তিগত আনন্দ-উল্লাসের প্রতি বেশি নজর দেয় বিধায় পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের প্রতি সহানুভূতি হ্রাস পেয়েছে।

(৩) **আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনঃ** নগরায়ন এবং শিল্পায়নের প্রভাবে বাংলাদেশে দ্রুত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ফলে মানুষ নগরকেন্দ্রিক বাসস্থানের দিকে বেশি ঝুকে পড়েছে। তাই পরিবারের বয়স্ক সদস্যদেরকে রেখে মানুষ শুধু স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে নগরে বসবাস করছে। ফলে গ্রামে থেকে যাওয়া প্রবীণ স্বজনদের বিশেষ করে বাবা-মাকে দেখভাল করা সম্ভব হচ্ছে না।

(৪) **জনসংখ্যাগত পরিবর্তনঃ** জনসংখ্যাগত পরিবর্তন বার্ধক্য সমস্যাকে আরও বেশি প্রকট করছে। জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তনের ফলে মানুষের আয়ু পূর্বের তুলনায় বেড়েছে, তাই সমাজে বয়স্ক মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। আর এই বাড়তি জনসংখ্যার জন্য তেমন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা না থাকায় বার্ধক্য সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

(৫) **পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবঃ** বিশ্বায়নের ফলে পশ্চিমা সংস্কৃতি এদেশের মানুষকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে পরিবার ব্যবস্থা আমাদের মতো কার্যকরী নয়, কিন্তু ঐসব দেশে সমাজের বয়স্ক সদস্যদের দেখাশোনার জন্য সরকারি বেসরকারি ব্যবস্থাপনা রয়েছে। আমাদের দেশে বয়স্কদের দেখাশোনার সরকারি বেসরকারি ব্যবস্থা না থাকার কারণে বার্ধক্য সমস্যা বাড়ছে।

(৬) ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গন: শিক্ষার প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের উদ্ভব, চাকরির বদলি, ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা ইত্যাদি কারণে গ্রামীণ যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে ভেঙ্গে অনুপরিবারে রূপান্তর হচ্ছে। এসব কারণে পরিবারের লোকজন তাদের বয়স্ক সদস্যদের ভরণপোষণ বা পাশে রাখার জন্য সুযোগ হারাচ্ছে। তাই বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বার্ধক্য সমস্যা প্রতিকারের উপায়

(১) পরিবারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা: বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের আয় সীমা বৃদ্ধি করা। ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্রের হার কমিয়ে আনা।

(২) সামাজিক এবং নৈতিক শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া: সকল সমাজ এবং সকল ধর্মে তার পিতা-মাতাকে দেখ ভালের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাই সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে বাবা-মা বয়োবৃদ্ধদের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার নানাবিধ সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করা দরকার।

(৩) সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ: বার্ধক্য সমস্যা সমাধান কল্পে বয়স্ক সদস্যদেরকে পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক হারে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

(৪) যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ঐতিহ্য ধরে রাখা: যৌথ পরিবার ব্যবস্থা বয়স্ক সদস্যদের জন্য আশীর্বাদ। তাই বার্ধক্য সমস্যা সমাধানের জন্য যৌথ পরিবার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হবে। যদিও ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেলে বর্ধিত পরিবারের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বেতন কাঠামো ঠিক করা হয়েছে। একটি পরিবারের ছয়জন সদস্য অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, দুটি সন্তান এবং পিতা-মাতা কে মাথায় রেখে বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি বার্ধক্য সমস্যা সমাধানে একটি ভাল উদ্যোগ।

(৫) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি জোরদার: বার্ধক্য সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি তৈরি করা যাতে পরিবার তার বয়স্ক সদস্যদেরকে দেখাশোনা না করলেও কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয়। বাংলাদেশে কিছু কিছু সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি সরকার ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার কারণ এবং প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে জানতে পারলাম। সামাজিক পরিবর্তনের কারণে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরনও পাল্টেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের বিকাশ, শিল্পায়ন, নগরায়ন ও নানাবিধ কাজের ধরনের কারণে মানুষ আর আগের মতো পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারে না। তাই এই সমস্যা সমাধান কল্পে কার্যকর ও সর্বাত্মক সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যার কারণ ও প্রতিকারের উপায় চিহ্নিত করুন। সময়: ১০ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

এদেশের নানা রকম সামাজিক সমস্যার মধ্যে বার্ধক্য সমস্যা অন্যতম। বার্ধক্য সমস্যা স্বাভাবিক জৈবিক ঘটনা যা প্রত্যেকটি মানব দেহের জন্য অপরিহার্য যার ফলে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসে। জনসংখ্যার এই বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনের কারণে দেশের সমাজব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ওপর মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। আবার বিভিন্নভাবে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বার্ধক্য সমস্যা বাংলাদেশে কোন ধরনের সমস্যা?

(ক) সামাজিক (খ) অর্থনৈতিক (গ) রাজনৈতিক (ঘ) সাংস্কৃতিক

২। ২০১৫ সালের বাংলাদেশের জাতীয় বেতন কাঠামোতে পরিবারের কয়জন সদস্যের উপর গুরুত দেওয়া হয়েছে?

(ক) ৩ জন (খ) ৪ জন (গ) ৫ জন (ঘ) ৬ জন

পাঠ-১০.৫ বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ
Militancy in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের কারণ ও প্রতিকারের উপায় আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, জঙ্গিবাদ, কারণ, প্রতিকার।

জঙ্গিবাদ

বাংলাদেশের বর্তমান সমস্যাগুলোর মধ্যে জঙ্গিবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও জঙ্গিবাদ ইস্যুটি গুরুত্বের সংঙ্গে দেখা হয়। এ সমস্যা পরিবার, সমাজ থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। জঙ্গিবাদ হচ্ছে এমন একটি উগ্র মতবাদ যেখানে সশস্ত্র কিছু মানুষ অন্যের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে তৎপর হয়। তারা নিজেদের দর্শন, আদর্শ ও অভিপ্রায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নির্বিচারে মানুষকে জিম্মি কিংবা হত্যা করে। গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্রের বিপরীতে জঙ্গিবাদে ধর্মের নামে রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শে বিশ্বাস করা হয়। রাশিয়ার সাথে আফগানিস্তানের যুদ্ধ, ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন, আল-কায়েদার উত্থান, মিশরে ব্রাদারহুড বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ উত্থানে জামায়াত-শিবির, জেএমবি, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম প্রভৃতিকে দায়ী করা হয়। ১৯৯৯ সালে যশোরে উদীচীর সমাবেশে এবং ২০০১ সালে রমনার বটমূলে বর্ষবরণের অনুষ্ঠানের হামলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশে গ্রেনেড হামলার সাথে জঙ্গিবাদ এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের যোগসাজস রয়েছে। ২০০৫ সালে দেশের ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা হামলার ঘটনা সবাইকে হতবাক করে দেয়। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে ঢাকার গুলশানে একটি রেস্টুরেন্টে হামলার মাধ্যমে জঙ্গিরা নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ বিস্তারের পিছনে নানা কারণ জড়িত। কারণগুলো হলো:

(১) **সামাজিক কারণ:** অনেক সময় দরিদ্রতা, বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব, ভুল শিক্ষা, সমাজের প্রতি দায়িত্বহীনতার অভাব, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদির প্রভাবে মানুষ জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

(২) **রাজনৈতিক কারণ:** জঙ্গিবাদের পেছনে রাজনৈতিক কারণও অনেক সময় সমানভাবে দায়ী। কেননা, বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জঙ্গিদেরকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করে অথবা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য নতুন ধরনের জঙ্গি সৃষ্টি করে।

(৩) **অর্থনৈতিক কারণ:** মানুষের চাহিদা বা জীবনধারণের জন্য সম্পদের অপ্রতুলতা থেকেও জঙ্গিবাদের সৃষ্টি হয়। সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের সদস্যদেরকে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো টার্গেট করে। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার সুযোগ নিয়ে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো তরুণ বা যুবকদেরকে তাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নানা ধরনের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করে।

(৪) **পারিবারিক শিক্ষার অপ্রতুলতা:** আধুনিক যুগে অনেক পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাদের কাজের জন্য বাড়ির বাইরে অবস্থান করেন, সন্তানদের তেমন সময় দেন না। এরকম পরিস্থিতিতে সন্তানের স্বাভাবিক সামাজিকীকরণ বাধাগ্রস্থ হয় এবং একসময় এসব সন্তান জঙ্গিবাদের মতো অসামাজিক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে।

(৫) **তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব:** তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের সাথে স্থানীয় যুবক এমনকি রক্ষণশীল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুভূতিসম্পন্ন মানুষকে সম্পৃক্ত করে।

জঙ্গিবাদ প্রতিকারের উপায়

(১) পারিবারিক অনুশাসনঃ কঠিন পারিবারিক অনুশাসন মানুষকে যেকোনো ধরনের অসামাজিক কাজ থেকে বিরত রাখে। তাই জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে পারিবারিক অনুশাসনের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

(২) বেকারত্ব হ্রাসঃ অনেক সময় বেকারত্ব থেকে মানুষ জঙ্গিবাদের মত মরণ নেশায় পা বাড়ায়। তাই নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ অর্থনৈতিক সুরক্ষা দিতে হবে ।

(৩) সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর গুরুত্বারোপঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় রীতিনীতি মানুষকে সঠিক পথ চলতে সাহায্য করে। তাই জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৪) পারিবারিক দায়িত্বশীলতাঃ অনেক সময় দেখা যায় জঙ্গিরা আত্মঘাতী হয় এবং তাদের পরিবারের প্রতি কোনো পিছুটান থাকে না। পিছুটান না থাকার কারণে তারা বিভিন্ন অসামাজিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। তাই পারিবারিক দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেলে মানুষ জঙ্গিবাদ থেকে সরে আসবে।

(৫) রাষ্ট্রের কঠোর নজরদারিঃ রাষ্ট্রের কঠোর নজরদারির মাধ্যমে উগ্র এবং ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

(৬) জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী প্রচারণাঃ বিভিন্ন কর্মসূচি ও গণমাধ্যম ব্যবহার করে জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জনমত গড়ে তোলা যায়। পরিবার থেকে রাষ্ট্র- প্রতিটি স্তর এবং ক্ষেত্রে জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সামাজিক আন্দোলন। পাশাপাশি যারা ইতোমধ্যে জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে তাদেরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনে সমাজের মূলধারায় পুনর্বাসন করতে হবে।

এছাড়াও আইনের যথাযথ প্রয়োগ, সার্বক্ষণিক মনিটরিং, সচেতনতা বৃদ্ধি, ইতিবাচক মনোভাব তৈরি, সুশিক্ষা, আইনের শাসন ইত্যাদির মাধ্যমে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ জঙ্গিবাদের কারণ ও প্রতিকারগুলো চিহ্নিত করুন। **সময়: ৫ মিনিট**।

সারসংক্ষেপ

জঙ্গিবাদ বলতে অস্ত্রধারী গোষ্ঠীকে বুঝায়। একসময় জঙ্গি বলতে এমন একশ্রেণির জনগোষ্ঠীকে বুঝানো হতো যারা তাদের স্বাধীনতা বা অধিকার আদায়ের জন্য যুদ্ধ করতো। বিভিন্ন কারণে জঙ্গিবাদ হয়ে থাকে। যেমন-সামাজিক কারণ, রাজনৈতিক কারণ, অর্থনৈতিক কারণ, ধর্মীয় কারণ, পারিবারিক শিক্ষার অপ্রতুলতা, তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব ইত্যাদি। বিভিন্নভাবে জঙ্গিবাদ প্রতিকার করা সম্ভব। যেমন-পারিবারিক অনুশাসন, বেকারত্ব হ্রাস, সামাজিক এবং মূল্যবোধের উপর গুরুত্বারোপ, পারিবারিক দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের কারণ?

ক) সামাজিক খ) অর্থনৈতিক

গ) রাজনৈতিক ঘ) উপরের সবগুলো

২। দেশের ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছিল কবে?

ক) ২০০৩ সালে খ) ২০০৫ সালে

গ) ২০০৬ সালে ঘ) ২০০৭ সালে

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ক ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ ঃ ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ ঃ ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৫ ঃ ১। ঘ ২। খ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। সাম্প্রতিককালের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হচ্ছে–
(ক) বাল্যবিবাহ (খ) সাইবার অপরাধ
(গ) দারিদ্র্য (ঘ) দুর্নীতি

২। বাংলাদেশে যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন পাস হয় কত সালে?
(ক) ১৯৮০ সালে (খ) ১৯৯০ সালে
(গ) ২০০০ সালে (ঘ) ২০১০ সালে

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বচনী প্রশ্ন

৩। বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যার মূলে রয়েছে–
(i) দারিদ্য
(ii) গড়আয়ু বৃদ্ধি
(iii) আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন

সঠিক উত্তর কোনটি?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

গ. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

দেশে পর্যাপ্ত আইন থাকলেও প্রভাবশালীদের ক্ষমতা, রাজনৈতিক প্রভাব, আইনের ফাঁক-ফোকর, আইনের অপপ্রয়োগ, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, ব্যক্তিগত স্বার্থ ইত্যাদি কারণে নারীর প্রতি যৌন নিপীড়নের মাত্রা বেড়েই চলছে।

৪। উদ্দীপকে কোন সমস্যার কথা বলা হয়েছে?
(ক) নারীর সামাজিক নিরাপত্তার অভাব (খ) দারিদ্র্য
(গ) দুর্নীতি (ঘ) বাল্যবিবাহ

৫। উদ্দীপকে সমস্যাকে কিভাবে প্রতিহত করা যায়?
(ক) আইনের কার্যকর প্রয়োগ (খ) নারীর ক্ষমতায়ন
(গ) সামাজিক প্রতিরোধ (ঘ) সবগুলোই সঠিক

ঘ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

সাামজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক সমস্যারও পরিবর্তন হয়। আগে বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে ছিল বেকার সমস্যা, জনসংখ্যা সমস্যা, যৌতুক, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, মাদকাসক্তি ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা, যৌন নিপীড়ন, সাইবার অপরাধ, জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ, বার্ধক্য সমস্যা, জঙ্গীবাদ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত।

১) বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের ৫টি সামাজিক সমস্যার নাম লিখুন ১

২) নারীর সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার ক্ষেত্রগুলো কি কি? ২

৩) বার্ধক্য সমস্যা প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করুন। ৩

৪) বাংলাদেশের জঙ্গিবাদ দমনে ১০ দফা সুপারিশ ব্যক্ত করুন। ৪